শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্র-ভজনোপদেশঃ

(শ্রীশ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর-কৃতঃ)

তোটকছন্দঃ

যদি তে হরিপাদসরোজসুধা
রসপানপরং হৃদয়ং সততম্।
পরিহৃত্য গৃহং কলিভাবময়ং
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্॥ ১॥

ধন-যৌবন-জীবন-রাজ্যসুখং
নহি নিত্যমনুক্ষণ-নাশপরম্।
ত্যজ গ্রাম্যকথা সকলং বিফলং
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্॥ ২॥

রমণীজনসঙ্গসুখঞ্চ সখে
চরমে ভয়দং পুরুষার্থহরম্।
হরিনামসুধারস-মত্তমতি-
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্॥ ৩॥

জড়কাব্যরসো নহি কাব্যরসঃ
কলিপাবন-গৌররসো হি রসঃ।
অলমন্যকথাদ্যনুশীলনয়া
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্॥ ৪॥

বৃষভানুসুতান্বিতবামতনুং
যমুনাতট-নাগর-নন্দসুতম্।
মুরলীকলগীতবিনোদপরং
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্॥ ৫॥

হরিকীর্ত্তনমধ্যগতং স্বজনৈঃ
পরিবেষ্টিত-জাম্বুনদাভহরিম্।
নিজ গৌড়ভূনৈককৃপাজলধিং
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্॥ ৬॥

গিরিরাজসুতাপরিবীত-গৃহং
নবখণ্ডপতিং যতিচিত্তহরম্।
সুরসঙ্ঘনুতং প্রিয়য়া সহিতং
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্॥ ৭॥

কলিকুক্কুরমুদ্গর ভাবধরং
হরিনামমহৌষধ-দানপরম্।
পতিতার্ত্ত-দয়ার্দ্র-সুমূর্ত্তিধরং
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্॥ ৮॥

রিপুবান্ধবভেদবিহীনদয়া
যদভীক্ষ্ণমুদেতি মুখাব্জততৌ।
তমকৃষ্ণমিহ ব্রজরাজসুতং
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্॥ ৯॥

ইহ চোপনিষৎ-পরিগীতবিভু-
র্দ্বিজরাজসুতঃ পুরটাভ-হরিঃ।
নিজধামনি খেলতি বন্ধুযুতো
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্॥ ১০॥

অবতারবরং পরিপূর্ণকলং
পরতত্ত্বমিহাত্মবিলাসময়ম্।
ব্রজধামরসাম্বুধি-গুপ্তরসং
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্॥ ১১॥

শ্রুতিবর্ণধনাদি ন যস্য কৃপা-
জননে বলবৎ ভজনেন বিনা।
তমহৈতুকভাবপথা হি সখে
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্॥ ১২॥

অপি নক্রগতৌ হ্রদমধ্যগতং
কমমোচয়দার্ত্তজনং তমজম্।
অবিচিন্ত্যবলং শিবকল্পতরুং
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্॥ ১৩॥

সুরভীন্দ্রতপঃপরিতুষ্টমনো
বরবর্ণধরো হরিরাবিরভূৎ।
তমজস্রসুখং মুনিধৈর্য্যহরং
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্॥ ১৪॥

অভিলাষচয়ং তদভেদধিয়-
মশুভঞ্চ শুভং ত্যজ সর্ব্বমিদম্।
অনুকূলতয়া প্রিয়সেবনয়া
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্॥ ১৫॥

হরিসেবকসেবন-ধর্ম্মপরো
হরিনামরসামৃত-পানরতঃ।
নতি-দৈন্য-দয়া-পরমানযুতো
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্॥ ১৬॥

বদ যাদব মাধব কৃষ্ণ হরে
বদ রাম জনার্দ্দন কেশব হে।
বৃষভানুসুতাপ্রিয়নাথ সদা
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্॥ ১৭॥

বদ যামুনতীরবনাদ্রিপতে
বদ গোকুলকানন-পুঞ্জরবে।
বদ রাসরসায়ন গৌরহরে
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্॥ ১৮॥

চল গৌরবনং নবখণ্ডময়ং
পঠ গৌরহরেশ্চরিতানি মুদা।
লুঠ গৌরপদাঙ্কিতগাঙ্গতটং
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্॥ ১৯॥

স্মর গৌর-গদাধর-কেলিকলাং
ভব গৌর-গদাধর-পক্ষচরঃ।
শৃণু গৌর-গদাধর-চারুকথাং
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্॥ ২০॥*

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রভজনোপদেশের অনুবাদ

১। যদি তোমার চিত্ত নিরন্তর হরিপাদপদ্মবিনিঃসৃত সুধারস-পানে তৎপর হইয়া থাকে, তবে কলিভাবময় গৃহ (সংসারাসক্তি) পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগোদ্রুম-কাননকুঞ্জবিধুর (গোদ্রুমস্থ স্বানন্দসুখদকুঞ্জের চন্দ্রস্বরূপ অর্থাৎ কুঞ্জবিহারীর) ভজন কর।

২। ধন, যৌবন, জীবন, রাজ্যসুখ—এই সব নিত্য নয়; প্রতি মুহূর্ত্তে বিনাশশীল। বৃথা গ্রাম্যকথা সকল ত্যাগ কর, শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুর ভজন কর।

৩। হে সখে! রমনীজন-সঙ্গসুখ পুরুষার্থবিনাশকর ও চরমে ভয়দ। সুতরাং তাহা পরিত্যাগ করত হরিনামামৃতরসপানে মত্ত হইয়া শ্রীগোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুর ভজন কর।

---

*আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী ৬ষ্ঠ সংখ্যায় ২৩৬ পৃষ্ঠায় আপনাদিগকে জানাইয়াছি যে, সহকারী সম্পাদক সঙ্ঘপতি এই সংস্কৃত গীতিটী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহ দিবসে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং ইহা পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে বলিয়া মন্তব্য করা হইয়াছিল, তদনুসারে এই সংখ্যায় ইহা মুদ্রিত হইল। —[প্রকাশক]

৪। জড় কাব্যরস প্রকৃত কাব্যরস নহে। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌর-সুন্দরের লীলারসই প্রকৃত রস। সুতরাং কৃষ্ণেতর কথার অনুশীলন ছাড়িয়া শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুর ভজন কর।

৫। বামে শ্রীবৃষভানুসুতাযুত, যমুনাতটনাগর, মুরলী-কল-গীতবিনোদপর, নন্দসুত শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুর ভজন কর।

৬। হরিকীর্ত্তন মধ্যগত, স্বপার্ষদগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত, নিজানুগত গৌড়-জনমাত্রপ্রতি কৃপার সমুদ্র কনকসদৃশ, কান্তিবিশিষ্ট যে হরি, সেই শ্রীগোদ্রুম-কাননকুঞ্জবিধুর ভজন কর।

৭। যাঁহার ভবন গিরিরাজসুতা গঙ্গাকর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত, যিনি নবসংখ্যক দ্বীপের অধিপতি, যতিগণের চিত্তহারী, দেবগণের দ্বারা পূজিত, প্রিয়ার সহিত সেই শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুর ভজন কর।

৮। কলিকুক্কুরের বিনাশের জন্য মুদ্গরসদৃশ হরিনামৌষধি-দানতৎপর, পতিত ও আর্ত্তের প্রতি দয়ার্দ্র শোভনীয়-বিগ্রহ শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুর ভজন কর।

৯। যাঁহার শ্রীমুখাব্জ শত্রুমিত্র সকলের প্রতি নিরন্তর সমানভাবে দয়া প্রকাশ করিতেছে, যিনি (ইহ) কলিযুগে অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌরাঙ্গ সেই ব্রজরাজসুত শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুর ভজন কর।

১০। দ্বিজরাজসুত, শতপুটিত স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণ যে হরি উপনিষৎ কর্ত্তৃক (ইহ) কলিযুগে অবতার বলিয়া পরিগীত, যিনি স্বপার্ষদগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া নিজধামে (নবখণ্ডাত্মক দ্বীপে) নিত্য ক্রীড়া করেন, সেই শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুর ভজন কর।

১১। যিনি অবতারী, ষোলকলায় পরিপূর্ণ অথবা যাবতীয় অংশাবতারগণকে ক্রোড়ীভূত করিয়া অবতীর্ণ পরতত্ত্ব, আত্মারাম ও ব্রজধাম রসসমুদ্রের গুপ্তরস, সেই শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুকে ভজন কর।

১২। ভজন ব্যতীত জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রী প্রভৃতির দ্বারা যাঁহার কৃপা পাওয়া যায় না, হে সখে! অহৈতুকভাবে সেই শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুকে ভজন কর।

১৩। *যিনি নক্রশরীরপ্রাপ্ত হৃদমধ্যগত আর্ত্তজনকে অনায়াসে মোচন করিয়াছিলেন, সেই অবিচিন্ত্য-শক্তিমান্, প্রেমকল্পতরু, অজ শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জ-বিধুকে ভজন কর।

---

*শ্রীমন্মহাপ্রভু একদা গোদ্রুমদ্বীপে গোরাদহে উপনীত হন। কোন ঋষির অভিশাপবশতঃ নক্রশরীরপ্রাপ্ত এক দেবশিশু শ্রীগৌরহরির পাদস্পর্শে শাপমুক্ত হন। —(প্রেমবিবর্ত্ত)

১৪। সুরভী ও ইন্দ্রের তপস্যাদ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া যে উজ্জ্বলাঙ্গ হরি প্রকট হইয়াছিলেন, সেই অজস্রসুখসাগর, মুনিধৈর্য্যহারী শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুকে ভজন কর।

১৫। ('আমি ব্রহ্ম' এই) অভেদবুদ্ধি, অন্যাভিলাষচয় ও শুভাশুভ (কর্ম্ম) সকল ত্যাগ করিয়া অনুকূলভাবে প্রীতির সহিত শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুকে ভজন কর।

১৬। হরিসেবক-সেবাপরায়ণ, হরিনামামৃতপানরত, এবং নতি-দৈন্য-দয়া-যুক্ত ও মানদ হইয়া শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুকে ভজন কর।

১৭। হে যাদব! হে মাধব! হে কৃষ্ণ! হে হরে! হে রাম! হে জনার্দ্দন! হে কেশব! হে বৃষভানুপ্রিয়নাথ! —এইরূপ সর্ব্বক্ষণ বলিয়া শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুকে ভজন কর।

১৮। হে যমুনাতীরবনাদ্রিপতি! হে গোকুলকানন কুঞ্জরবি! হে রাস-রসায়ন গৌরহরি! —এইরূপ সর্ব্বক্ষণ বলিয়া শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুকে ভজন কর।

১৯। নবখণ্ডময় গৌরবনে বিচরণ, গৌরহরির লীলাকথা আনন্দের সহিত পাঠ, গৌরপদাঙ্কিত গঙ্গাতীরে শরীরকে লুণ্ঠিত করিয়া শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুকে ভজন কর।

২০। গৌরগদাধরকেলিকলা স্মরণ, গৌরগদাধরের পক্ষপাতিত্ব গ্রহণ, ও গৌরগদাধরের চারু-কথা শ্রবণ-মুখে শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুকে ভজন কর।

শ্রীশ্রীগোদ্রুম-কল্পাটবী*

প্রথম দ্রুম

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীশ্রীনামহট্ট অর্থাৎ নামের হাট

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধামে—(ধামের যে অংশে যখন বসে)

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।

ভাণ্ডার ঃ—বেদান্ত-পরিচিত ঔপনিষদ-রসস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত মহাশাস্ত্র।

মূল মহাজন ঃ—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু।

অংশী মহাজন ঃ—শ্রীঅদ্বৈত প্রভু (গৌড়ে) ; শ্রীরূপ, সনাতন (ব্রজে) ; শ্রীস্বরূপ, রামানন্দ (ক্ষেত্রে)।

ভাণ্ডারী ঃ—শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী, শ্রীমতী জাহ্নবা ঠাকুরাণী (গৌড়ে) ; শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী (ব্রজে); শ্রীপরমানন্দ পুরী (ক্ষেত্রে)।

প্রতিহারীঃ—শ্রীবংশীবদনানন্দ, শ্রীবসু রামানন্দ, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীদামোদর পণ্ডিত, শ্রীজগদানন্দ, শ্রীজগদীশ, শ্রীহিরণ্য পণ্ডিত (গৌড়ে) ; শ্রীলোকনাথ গোস্বামী, শ্রীরাঘব পণ্ডিত (ব্রজে); শ্রীহরিদাস ঠাকুর (ক্ষেত্রে)।

কোষাধ্যক্ষ ঃ—শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত ও তদ্ভ্রাতাগণ, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন (গৌড়ে); শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী (ব্রজে); শ্রীরাজা প্রতাপরুদ্রদেব (ক্ষেত্রে)।

লেখক ও গণক ঃ—শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর (গৌড়ে) ; শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী (ব্রজে); শ্রীবাণীনাথ পট্টনায়ক (ক্ষেত্রে)।

পোষ্টবর্গ ঃ—শ্রীজগন্নাথ মিশ্র প্রভৃতি, শ্রীমতী শচীমাতা ঠাকুরাণী, শ্রীমতী সীতাদেবী, শ্রীমতী মালিনী দেবী, (গৌড়ে); শ্রীমতী সার্ব্বভৌম-পত্নী (ক্ষেত্রে); সানোড়িয়া বিপ্র (ব্রজে)।

---

*শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত এই প্রবন্ধ-পঞ্চক, এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক মহারাজ, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহ-বাসরে তাঁহার বক্তৃতার অন্তে পাঠ করিয়াছিলেন। আমরা ইহা শ্রীল প্রভুপাদের মূল ইঙ্গিত জানিয়া সর্ব্বসাধারণে প্রচারার্থ মুদ্রিত করিলাম। —[প্রকাশক]

মুদ্রা-পরীক্ষক বা পোদ্দার :— শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত, শ্রীঅভিরাম গোস্বামী, শ্রীকবিকর্ণপূর (গৌড়ে) ; শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ (ব্রজে) ; শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র (ক্ষেত্রে)।

দালাল বা যোজক :—শ্রীঈশ্বর পুরী, শ্রীকেশব ভারতী, শ্রীবিদ্যাবাচস্পতি (গৌড়ে) ; শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী (ব্রজে) ; শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী (ক্ষেত্রে)।

পরিমাতা বা কয়াল :—শ্রীমুরারী গুপ্ত, শ্রীবসু রামানন্দ (গৌড়ে) ; শ্রীকবিরাজ গোস্বামী (ব্রজে) ; শ্রীকাশী মিশ্র (ক্ষেত্রে)।

পরিচারক :—শ্রীবুদ্ধিমন্ত খাঁ, শ্রীবিজয়দাস রত্নবাহু, শ্রীবনমালী পণ্ডিত, শ্রীগরুড় পণ্ডিত, শ্রীনৃসিংহানন্দ, শ্রীরামাই পণ্ডিত ইত্যাদি (গৌড়ে) ; শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য (ব্রজে) ; শ্রীগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণদাস, শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত (ক্ষেত্রে)।

বাহক :—শ্রীসঞ্জয়, শ্রীশুক্লাম্বর, খোলাবেচা শ্রীধর, শ্রীনকুল ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী (গৌড়ে)।

শাকটিক বাহক :—শ্রীবাসুদেব দত্ত, শ্রীবাসু ঘোষ, শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীগোপীনাথ সিংহ (গৌড়ে)।

ক্রেতা বা খরিদ্‌দার :— শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, শ্রীজগাই-মাধাই, শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ।

পণ্যদ্রব্য :—১। নাম, ২। রূপযুক্ত নাম, ৩। গুণযুক্ত নাম, ৪। লীলাযুক্ত নাম, ৫। রসিত নাম, ৬। সর্ব্বরসসিক্ত নাম। নাম—ইক্ষুরস, রূপযুক্ত নাম—গুড়, গুণযুক্ত নাম—খণ্ডসার, লীলাযুক্ত নাম—শর্কর, রসিত নাম—অসিত মিশ্রি, সর্ব্বরসসিক্ত নাম—উত্তম মিশ্রি।

অর্থ বা মূল্যের নিয়ম :—এই ব্যাপারে প্রাকৃত পয়সা, সিকি, আধুলি, টাকা, মোহর চলে না। অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা প্রভৃতি মুদ্রা চলে। যিনি প্রাকৃত অর্থ দিয়া বা লইয়া এই দ্রব্য ক্রয় বা বিক্রয় করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহার বিষম ভ্রম। তাঁহার পক্ষে এ ব্যাপারে প্রবেশ করা উচিত নয়।

অপ্রাকৃত মুদ্রা নিরূপণ ঃ—

১। শ্রদ্ধা (পয়সা), তাহাতে নাম পাওয়া যায়।

২। নিষ্ঠা (দুয়ানি অর্থাৎ রজত মুদ্রার অষ্টমাংশ), তাহাতে রূপযুক্ত নাম পাওয়া যায়।

৩। রুচি (সিকি অর্থাৎ রজত মুদ্রার চতুর্থাংশ), তাহাতে রূপ ও গুণযুক্ত নাম পাওয়া যায়।

৪। আসক্তি (আধুলি অর্থাৎ রজত মুদ্রার অর্দ্ধাংশ), তাহাতে রূপ, গুণ ও লীলাযুক্ত নাম পাওয়া যায়।

৫। ভাব বা রতি (টাকা অর্থাৎ রজত-মুদ্রা), তাহাতে রসিত নাম পাওয়া যায়।

৬। প্রেম (স্বর্ণমুদ্রা বা মোহর), তাহাতে সর্ব্বরসসিক্ত নাম পাওয়া যায়। যিনি যেমন মূল্য দিবেন, তিনি সেইরূপ দ্রব্য পাইবেন। ইহাতে রহস্য এই যে, খরিদ্দার যে মূল্য দিয়া নাম লইবেন, মহাজনের কৃপায় সেই মূল্যও তাঁহার নিকটে নাম-সংখ্যায় গুণিত হইয়া ফেরৎ আসিবে।

এই মহা-হাটের শাখা ত্রিবিধা ঃ—

১। পণ্যবীথিকা বা বাজার, ২। বিপণি বা দোকান, ৩। ব্রাজক বিপণী বা পসারী।

পণ্যবীথিকা বা বাজার ঃ—বাজারের আকার হাটের অনুরূপ। শ্রীপাট খড়দহ, শান্তিপুর, বাঘ্‌নাপাড়া, মালপাড়া, বিষ্ণুপুর, জাজিগ্রাম, খেতুর, গোপীবল্লভপুর প্রভৃতি স্থানে বাজার আছে। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, ৬৪ মহান্ত ৬৪ বাজার বসাইয়াছেন।

বিপণি বা দোকান ঃ—এক এক জন ফরিয়া বা বিপণি-পতি যে-স্থানে বসিয়া দ্রব্য বিক্রয় করেন, সেই স্থান দোকান। দোকান দুই প্রকার যথা ঃ—

১। মহাজনের নিকট ধারে জিনিষ লইয়া বিক্রয় করেন, পরে মূল্য বুঝাইয়া দিয়া নিজের লাভ প্রাপ্ত হন।

২। আপনার অর্থ দিয়া মাল আনেন ও বিক্রয়ান্তে লাভ পান।

ব্রাজক বিপণী বা পসারী ঃ—পসারীরা মহাজনের নিকট ধারে বা মূল্য দিয়া মাল লইয়া মাথায় করিয়া গ্রামে গ্রামে, পথে পথে বিক্রয় করেন। কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান রাখেন না। উঁহারা প্রায় নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে বিক্রয় করিয়া থাকেন।

যোজক বা দালাল ঃ—যাঁহারা খরিদদারগণকে মহাজনের নিকট লইয়া গিয়া মাল খরিদ করাইয়া দেন, তাঁহারা দালাল।

ক্রেতা বা খরিদদার ঃ—জগজ্জন। জগজ্জনের মধ্যে যাঁহার অর্থ আছে, তিনি মাল খরিদ করিবেন। একটু রহস্য এই যে, মেকী অর্থ দিলে মাল স্বভাবতঃ মেকী হইয়া পড়ে। খরিদদারগণ শ্রীমহাজনের নিরূপিত চিহ্ন বা নিশান দেখিয়া মাল খরিদ করিলে বঞ্চকের হাতে পড়িবেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ-নামই শ্রীমহাজনের নিরূপিত চিহ্ন।

কৃত্রিম অর্থ বা মেকী টাকা ঃ—অন্যাভিলাষ-শূন্য ও জ্ঞান-কর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত শ্রদ্ধাদির সহিত আলোচনার নামই অর্থ। যে-স্থলে আলোচনায় অন্যাভিলাষ বা জ্ঞান-কর্ম্মাদির সম্মান থাকে, সেখানে অর্থ মেকী। মেকীর বিনিময়ে মেকী দ্রব্য অর্থাৎ নামাভাসই লভ্য হয়। মহাজনের মাল সব অকৃত্রিম। অবস্থা ও পাত্র-ভেদে সেই অকৃত্রিম মালই নামাভাষ-রূপ মেকী হইয়া পড়ে।

শ্রীনাম হট্টের বিবরণ ঃ—১। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের নাম-স্বরূপ মহা-হট্ট শ্রীনবদ্বীপে উদয় হইয়াছে। এই হট্টের মূল শাখা শ্রীনবদ্বীপে, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর মহাজনীর অধীন। দ্বিতীয় শাখা শ্রীব্রজধামে, শ্রীরূপ-সনাতনের অধীন। তৃতীয় শাখা শ্রীপুরুষোত্তমে, শ্রীস্বরূপ-রামানন্দের মহাজনীর অধীন।

২। উক্ত হট্টত্রয়ের অধীন শ্রীবীরভদ্র প্রভু, সভ্রাত শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু, শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু ও শ্রীরামচন্দ্র ঠাকুর প্রভু নানাস্থানে বাজার বসাইয়াছেন।

৩। ঐ সমস্ত হট্ট ও বাজারের অধীন গ্রামে-গ্রামে দেশে-দেশে ফড়িয়া বিক্রেতাদিগের দোকান।

৪। ঐ সকল হট্ট, বাজার ও দোকান হইতে মাল লইয়া পসারিগণ নামের বাজরা মাথায় করিয়া গ্রামে-গ্রামে ফেরি করেন। এইরূপ হট্ট, বাজার, দোকান ও পসার সর্ব্বত্র সর্ব্বকাল চলিবে। যে-সময়ে যে-সকল শুদ্ধ বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারাই ঐ সকল ব্যাপার চালাইবেন।

৫। শ্রীশ্রীমূল মহাজনের ইচ্ছায় সম্প্রতি শ্রীনবদ্বীপের অন্তর্গত গোদ্রুম-ক্ষেত্রে শ্রীসুরভিকুঞ্জে শ্রীমূল হাট অবস্থিত আছে, তত্রস্থ শুদ্ধবৈষ্ণবগণ ঐ হাটের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন; দেশ-বিদেশস্থ যে-সকল শুদ্ধবৈষ্ণব মহাশয়গণ নিজ নিজ প্রদেশে বিপণি-পতি বা ব্রাজক-বিপণী হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রচারক বা সহরৎকারী শ্রীযুত রামসেবক চট্টোপাধ্যায় ভক্তিভৃঙ্গ মহাশয়কে সুরভিকুঞ্জে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্রীশ্রীমন্মহাজনের আজ্ঞা-পত্র-সহ পণ্য দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে কার্য্য করিবেন।

৬। বিশেষ দ্রষ্টব্য। —শ্রীমন্মহাজনের আজ্ঞা-পত্র-প্রাপ্ত পণ্য-বীথিকাপতি, বিপণি-পতি ও ব্রাজক-বিপণী মহোদয়গণ সর্ব্বদা শ্রীমহাজনের নিরূপিত চিহ্ন অর্থাৎ শ্রীগৌরচন্দ্র নামের সহিত কৃষ্ণনাম-রূপ পণ্য-দ্রব্য খরিদদারকে দিবেন। ব্রাজক-বিপণী কোন গ্রামে উপস্থিত হইলে নিরূপিত চিহ্ন-সহ পতাকা উড়াইয়া পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিবেন। খরিদদারের প্রদত্ত মূল্যানুসারে তারতম্য বিচার-পূর্ব্বক

পণ্য দ্রব্য দিবেন। সতর্ক থাকুন যে, উপযুক্ত মূল্য না পাইয়া উপযুক্ত পণ্য দ্রব্য না দেওয়া হয়। তাহা দিলে পণ্যদ্রব্য স্বভাবতঃ মেকীর প্রায় হইয়া পড়িবে।

৭। যে যে মহানুভব, বিপণি-পতি প্রভৃতি পদ প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহারা পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করত তাঁহাদের কার্য্যের বিবরণ প্রতি-বৎসরে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মদিনের পূর্ব্বে শ্রীসুরভিকুঞ্জে প্রেরণ করিবেন। তাঁহারা যে-যে স্থান পরিদর্শন করিবেন, বৎসরের মধ্যে যত দিবস মহাজনের কার্য্য করিবেন ও যে-যে শ্রদ্ধাবান্ পুরুষদিগকে নামের গ্রাহক করিবেন, সে-সকল স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিবেন।

শ্রীশ্রীনাম-হট্টের পরিমার্জ্জক বা ঝাড়ুদার
সুদীন অকিঞ্চন
দাস শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ
সুরভিকুঞ্জ, গোদ্রুমদ্বীপ, শ্রীনবদ্বীপ-ধাম
ডাকের ঠিকানা—**শ্রীশ্রীসুরভিকুঞ্জ**
পোষ্টআফিস—স্বরূপগঞ্জ, জিলা--নদীয়া

শ্রীশ্রীগোদ্রুম-কল্পাটবী

দ্বিতীয় দ্রুম

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীশ্রীনামহট্ট অর্থাৎ নামের হাট

প্রথম দ্রুমে শ্রীনামের হাটে যে-সকল কর্ম্মচারীর নাম লিখিত হইয়াছে, তাঁহারা সম্প্রতি অপ্রকট-লীলার অন্তর্ভুক্ত। কোন কোন ভাগ্যবান্ কৃপা-বলে ভক্তিভাবিত-চক্ষে সেই লীলা ও তদন্তর্গত হাট এখনও দেখিতে পান, যথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে,—

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥

সম্প্রতি সেই হাট নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণদ্বারা নির্ব্বাহিত হইবে, এইরূপ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের আদেশ।

১। **শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রতিনিধি-স্বরূপ** দশজন পঞ্চায়ৎ এখন প্রধান

কর্ম্মচারী। ইঁহারা একত্রিত হইয়া যে-সকল আজ্ঞা প্রচার করিবেন, তাহাই প্রভুর আজ্ঞারূপে গৃহীত হইবে।

২। **ঝাড়ুদার।** ইনি হাট পরিষ্কার করিবেন। অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগের বৈঠক ও বিচারের ও কার্য্যের সাহায্য করিবেন।

৩। **সহরৎদার।** ইনি হাটের সমস্ত কথা পরস্পর জানাইবেন।

৪। **দণ্ডিদার।** ইঁহারা ভাণ্ডার হইতে মাল বাহির করিয়া মাপিয়া দিবেন।

৫। **চাবিদার।** ইঁহার হাতে ভাণ্ডারের চাবি থাকে। বিক্রয়ের জন্য চাবি খুলিবেন। দিনান্তে উঠাইয়া চাবি বন্ধ করিবেন।

৬। **মুটে।** পরিশ্রমের সহিত মাল বাহির করেন ও উঠাইয়া রাখেন। পাইকেড়ের শকটে বোঝাই করিয়া দেন। ইঁহারা অনেক।

৭। **চৌকিদার।** নামের হাটে ইঁহারা পাহারা দেন ও চোর ধরেন।

৮। **মোহরর।** মালের জমা খরচ লিখেন।

৯। **দারগা।** সমস্ত তদারক করেন।

১০। **পেয়াদা।** ধরপাকড়, উসুল-তহসিল করেন। ইঁহারা অনেক।

১১। **ফরাস।** ইঁহারা আলোক দেন।

১২। **ঘাটিয়াল।** ইঁহারা ঘাটে-ঘাটে নজর রাখেন।

১৩। **দোকানদার।** মাল খুচরারূপে বিক্রয় করেন। প্রথম ক্রমে ইঁহাদিগকে বিপণিপতি বলা হইয়াছে। ইঁহাদের দোকান হাটে-বাজারে ও গ্রামে-গ্রামে আছে।

১৪। **পসারী।** ব্রাজক বিপণী। ইঁহারা অসংখ্য। সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া কার্য্য করেন।

১৫। **পাইকেড়।** শকট করিয়া স্থানে স্থানে মাল বেচিয়া বেড়ান; কিন্তু পসারীদের ন্যায় খুচরা বিক্রয় করেন না।

১৬। **পাটনী।** ইঁহারা নামের হাটে আসিবার জন্য পার করিয়া দেন।

১৭। **প্রামাণিক।** ইঁহারা ঘাটের কাছে বসিয়া থাকেন। হাটে আসিবার লোকদিগকে ক্ষৌর করিয়া দেন।

১৮। **ধোপা।** ঘাটে হাটুরিয়াদিগের বস্ত্র ধৌত করেন।

১৯। **দালাল।** যোজক।

২০। **দরজী।** ইঁহারা হটুরেদের বস্ত্র সিলাই করিয়া দেন।

পূর্ব্বোক্ত বিংশতি প্রকার পদপ্রাপ্তির যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নির্ণয়। যোগ্যতার নাম অধিকার। অযোগ্যতার নাম অনধিকার। অধিকারী লোকই এই সকল পদ পাইবেন।

অধিকার। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্ত্যজ হউন, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ বা বানপ্রস্থ হউন, শুদ্ধভক্তি থাকিলে মনুষ্য নামের হাটের কর্ম্মচারীর পদ পাইবার অধিকারী হন।

(অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞান-কর্ম্মের আবরণ হইতে মুক্ত, আনুকূল্য ভাবের সহিত কৃষ্ণানুশীলনের নাম শুদ্ধভক্তি। যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধভক্তির যতদূর অধিকার, তিনি ততদূর অনধিকার-লক্ষণ হইতে স্বভাবত মুক্ত)।

অনধিকার :—১। যিনি জড়বিষয়ে লোলুপ, অলস, স্বার্থপর, অধর্ম্মরত, উৎসাহহীন, নাস্তিক, মুক্তিকামুক, পরলোকের সুখের জন্য ব্যস্ত, শুষ্কযুক্তিবাদী, নিতান্ত তর্কপ্রিয়, প্রতিষ্ঠাপরায়ণ, শোক-মোহ-ক্রোধ-লোভ-মাদকাদির বশবর্ত্তী, বঞ্চক, মিথ্যাভাষী, ধর্ম্মধ্বজী, পক্ষপাতাদি কুসংস্কারাপন্ন ও মতবাদী, * তিনি নামের হাটের কর্ম্মচারী পদের অধিকারী নন।

(মনুষ্যের বর্ত্তমান চরিত্রই এস্থলে দ্রষ্টব্য, পূর্ব্ব চরিত্র দ্রষ্টব্য নয়। যিনি যতদূর অনধিকার ক্ষয় করিতে পারিয়াছেন, তিনি শুদ্ধভক্তির আশ্রয়ে ততদূর অধিকার পাইয়াছেন)।

২। গৃহস্থ ও বানপ্রস্থের পক্ষে বেশ্যাগমন, পরস্ত্রীগমন বা অনিয়মিতরূপে স্বস্ত্রীসঙ্গ এবং ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীমাত্র সম্ভাষণ নিষেধ। এবম্বিধ দোষযুক্ত পুরুষের নামের হাটের কর্ম্মচারীর পদে অনধিকার। (বিরক্ত বৈষ্ণব-ভেকধারিগণ সন্ন্যাসীর মধ্যে পরিগণিত। সংযোগিগণ যদি শুদ্ধ ভক্ত হন, তবেই বৈষ্ণব বলিয়া গণনীয় ও গৃহস্থ-মধ্যে পরিগণিত)।

৩। আপনাকে নামদাতা অভিমান করিয়া যিনি নামগৃহীতাদিগের নিকট হইতে কোন প্রকার পার্থিব লাভ প্রার্থনা করেন, তিনি অনধিকারী।

(নামদাতাগণ নামদানাভিমানশূন্য হইয়া নিজ-নিজ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মানুসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যাহা উপার্জ্জন বা গ্রহণ করিবেন, তাহাতে অধিকার বাধা হয় না। মন্ত্রদাতা গুরু শিষ্যের উপকারার্থে তাহার স্বেচ্ছাদত্ত দক্ষিণা-মাত্র গ্রহণ করিলে অধিকার বাধা হয় না)।

৪। স্ত্রীলোক শুদ্ধভক্তা হইলে অন্য স্ত্রীলোককে নাম-বিক্রয়ের পসারী হইতে পারেন। পুরুষদিগকে নাম দিতে পারেন না। তবে অধিক বয়ঃপ্রাপ্তা মান্যা স্ত্রী স্থলবিশেষে সতর্কতার সহিত পুরুষদিগের নিকট নাম বিক্রয় করিতে পারেন। নাম প্রচার-স্থলে বৃদ্ধা ও বালিকা স্ত্রী ব্যতীত সম্বন্ধরহিত অন্য স্ত্রীলোককে কোন পুরুষ-প্রচারক অবলোকন বা সম্ভাষণ করিবেন না।

---

*শুদ্ধভক্তি ব্যতীত সকল মতই মতবাদ।

আচার-ব্যবহার ঃ—১। সাধ্যানুসারে লঘু ও সাত্ত্বিক ভোজনদ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করা কর্ম্মচারীদিগেব কর্ত্তব্য। নিজ শরীর পোষণে অন্য জীবের ক্লেশ না হয়, ইহা দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। শরীর রক্ষার্থে সরলভাবে বৈদ্য-আদিষ্ট ঔষধ ও পথ্য-গ্রহণে অধিকার বিরোধ হয় না।

২। প্রচারকগণ ধর্ম্মপথে জীবনোপায় সংগ্রহ করিবেন। কার্য্য-সমর্থ গৃহস্থের ভিক্ষাধিকার নাই। ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী ভিক্ষা-দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিবেন, অন্য উপায় অবলম্বন করিবেন না। কার্য্যান্তরে যেখানে যান, সেখানে নাম প্রচার করিতে অবকাশ অনুসন্ধান করিবেন।

৩। যিনি যে আশ্রমের লোক, তিনি সেই আশ্রমের পরিচ্ছদ স্বীকার করিবেন। দেশ-কাল-পাত্র বিচারে যে পরিচ্ছদে বিনা আড়ম্বরে স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, তাহাই ভাল। বাহন, দণ্ড, ছত্র ও উপানৎ সম্বন্ধে যতদূর সহ্য হয়, তত্তৎ ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন।

৪। যতদূর সহজে ও স্বাস্থ্যরক্ষার সহিত নির্ব্বাহিত হয়, শৌচাচার মনঃপূতরূপে করিলে অধিকার বাধা হইবে না। কিন্তু সতর্কতার বিষয় এই যে, শৌচাচার ক্রমশঃ কুটীনাটী হইয়া না পড়ে। কুটীনাটী শুদ্ধভক্তির বাধক।

৫। বৈষ্ণব-বেশভূষা ধারণে বৈষ্ণবদিগের স্বাভাবিকী প্রীতি। দ্বিকণ্ঠী বা ত্রিকণ্ঠী তুলসীমালা ও সছিদ্র ঊর্দ্ধপুণ্ড্র অর্থাৎ দ্বাদশ তিলকই বৈষ্ণবদিগের প্রিয় ভূষণ।

৬। কর্ম্মচারিগণ সাধ্যমত সর্ব্বদা অনুরাগের সহিত নামপরায়ণ হইবেন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দাদ্বৈত-গদাধর-শ্রীবাসরূপ পঞ্চতত্ত্বের নিতান্ত অনুগত দাস বলিয়া আপনাদিগকে জানিবেন। দৈন্য, দয়া, সহিষ্ণুতা, নিরভিমান ও সর্ব্বজীবে সম্মানরূপ ব্যবহারগত ধর্ম্মদ্বারা যতদূর পারেন, ভূষিত হইবেন। সুবক্তৃতা, খোল-করতালের সহিত নামগান, ভাবাবেশে নৃত্য ইত্যাদি দ্বারা নাম প্রচার করিবেন। গীত-নৃত্যাদিতে যতদূর ভক্তির আবেশের আবশ্যকতা, ততদূর সুর-তালের নয়। সুর-তাল সুবর্ণে সোহাগার ন্যায় বাঞ্ছনীয়। স্বভাবতঃ যাঁহার যতদূর ভাব উদয় হয়, ততদূর ভাল। ধর্ম্মধ্বজীদের ন্যায় কৃত্রিমভাব প্রকাশের প্রয়োজন নাই।

৭। কর্ম্মচারিগণ শুদ্ধভক্তির সহিত নাম প্রচার করিবেন। জ্ঞান-কর্ম্মযোগ, শুষ্ক বৈরাগ্য ইত্যাদি অন্য মত প্রচার করিবেন না। সকলের নিকট কৃপা প্রার্থনা-পূর্ব্বক দৈন্য প্রকাশ করিবেন। এই সকল কর্ম্মচারী ব্যতীত হাট ও বাজারে শুভানুধ্যায়ী ভাট, ফকির, বাউল প্রভৃতি অনেক লোক থাকেন। ইঁহাদিগের নিজ

নিজ কর্ম্মের যোগ্যতাই ইঁহাদিগের অধিকার। ইঁহারা গোলযোগের সহিত হাটের পুষ্টি করেন এবং ক্রমশঃ সাধুসঙ্গে উন্নত হন। যতদিন তাঁহারা শুদ্ধভক্ত না হন, তাঁহাদের কার্য্যের জন্য মহাজন দায়িক নন।

এখন বিনীতভাবে নিবেদন এই যে, যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত বিংশতি প্রকার কর্ম্মচারীদিগের পদের প্রার্থনা করেন, তাঁহারা এই ক্রমে লিখিত অধিকার অনধিকার ভাল করিয়া বিচার করত আপনাদিগকে যোগ্য বোধ করিলে সহরৎকার অর্থাৎ প্রচারক মহাশয়কে পত্রদ্বারা নিম্নলিখিত ঠিকানা-মত ইচ্ছা জানাইবেন।

শ্রীশ্রীনামহট্টের পরিমার্জ্জক বা ঝাড়ুদার
সুদীন, অকিঞ্চন
দাস শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ
সুরভিকুঞ্জ, গোদ্রুমদ্বীপ, শ্রীনবদ্বীপধাম।
ডাকের ঠিকানা—শ্রীশ্রীসুরভিকুঞ্জ,
পোষ্ট আফিস স্বরূপগঞ্জ, জিলা নদীয়া।

শ্রীশ্রীগোদ্রুম-কল্পাটবী

তৃতীয় দ্রুম

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীশ্রীনামহট্ট

শ্রীশ্রীনামহট্টের সমস্ত কর্ম্মচারী মহোদয়গণের প্রতি নিবেদন এই যে, যখন তাঁহাদিগের নিকটস্থ প্রদেশে শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে যে-কোন জ্ঞাতব্য ঘটনা হয়, তাহা সত্বরে গোদ্রুম-কল্পাটবীতে প্রকাশের নিমিত্ত লিখিয়া পাঠাইবেন। শুদ্ধ-বৈষ্ণব-মহোৎসব, নামোৎসব, শুদ্ধবৈষ্ণবের তিরোভাব, কোন অসাধারণ (পুরাতন বা নবীন) বৈষ্ণব-ক্রিয়া ইত্যাদিই জ্ঞাতব্য ঘটনার উদাহরণ।

নামহট্টের ঝাড়ুদার কেন গোদ্রুম কল্পাটবীতে সাক্ষর করেন?

ঝাড়ুদার প্রত্যহ প্রত্যুষে নামহট্ট পরিমার্জ্জন করিতে করিতে কোনদিন কোন লিখিত পত্র কুড়াইয়া পান। তাহাতে যাহা লেখা থাকে, তাহাই তিনি

সহরৎদার মহাশয়কে প্রকাশ করিতে দেন। ঝাড়ুদারের নিকট হইতে পান বলিয়া সহরৎদার প্রকাশ করিবার সময় ঝাড়ুদারের নাম লিখাইয়া লইয়া থাকেন। বস্তুত ঐ সকল প্রবন্ধ কোথা হইতে আইসে, তাহা মূল মহাজন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুই জানেন।

বিষয় ব্যাখ্যা ঃ—দ্বিতীয় গুটীর ১১শ পৃষ্ঠায় ১৯শ সংখ্যায় যে দালালদিগের উল্লেখ আছে, তাঁহারা আমাদের হাট সম্বন্ধীয় বিশুদ্ধ বৈষ্ণব। কিন্তু তদ্ব্যতীত হাটের শুভানুধ্যায়ী আর কতকগুলি দালাল আছেন, তাঁহারা এখনও শুদ্ধবৈষ্ণব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন নাই। তথাপি তাঁহাদের সদ্বাসনাক্রমে তাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণব সংগ্রহ ইত্যাদি কার্য্যের দ্বারা হাটের পুষ্টি করিতেছেন। ইঁহাদের নামও পৃথগ্-রূপে প্রকাশ করা যাইবে। নামের প্রভাবক্রমে তাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণব হইলে দ্বিতীয় ক্রমোক্ত কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইবেন।

সতর্কতা :—দ্বিতীয় ক্রমের লিখিত বিংশতি প্রকার কর্ম্মচারিগণ পরস্পর ভ্রাতৃবোধ করিবেন। কেহ কাহাকেও আপনা অপেক্ষা অশ্রেষ্ঠ মনে করিবেন না। যেমত তুলসী পত্রের ছোট বড় আকার দ্বারা উচ্চতা নীচতা নাই, তদ্রূপ শুদ্ধবৈষ্ণবদিগের ধন, বল, বিদ্যা, জাতি, রূপ ও বয়স দ্বারা উচ্চতা নীচতা হয় না। উচ্চবর্ণ, ধন, কুল, বৈষ্ণব-বংশ ইত্যাদি কারণ বশতঃ যে উচ্চতা নীচতা, তাহা সামাজিক মাত্র, পারমার্থিক নয়। শুদ্ধভক্তির উদয়-তারতম্যই ভ্রাতাগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠতা-কনিষ্ঠতা-সূচক লক্ষণ। বৈষ্ণবত্বের প্রাচীনতা, প্রভুবংশীয় বৈষ্ণব মর্য্যাদা, বৈষ্ণবাচারের অনুষ্ঠান, শুদ্ধবৈষ্ণব-অভ্যাগত সম্মান, অতিথি-সৎকার ও অধিকারক্রমে সংসার বর্জ্জনাদির দ্বারা বৈষ্ণব-সমাজে যে একপ্রকার তারতম্য বিচার আছে, সে-সকল শুদ্ধবৈষ্ণবগণ স্বভাবতঃ ভালবাসেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কোন লক্ষণগত পরস্পরের প্রতি তারতম্য-বিচার শুদ্ধবৈষ্ণবগণ সতর্কতার সহিত পরিত্যাগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীশ্রীনামহট্টের সমস্ত বিধি-বিধান ও ঘটনা এবং এই হাট-সম্বন্ধে যে-সকল বার্ত্তা সাধারণের জানা কর্ত্তব্য, তাহা এই 'গোদ্রুম-কল্পাটবী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। গোদ্রুম-কল্পাটবী পত্রিকা প্রকাশ হইবার সময়ের নিয়ম নাই। কখন এক মাস, কখন দুই মাস অন্তর এবং কখন মাসে দুই খানাও বাহির হইতে পারে এই পত্রিকার কোন মূল্য নাই। ব্রাজক-বিপণী, বিপণিপতি ও হাটের অন্যান্য প্রকার কর্ম্মচারীদিগকে ইহার একখানি করিয়া বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

যাঁহারা এই পত্রিকা পাইতেছেন, তাঁহারা যত্ন করিয়া প্রথম দ্রুম হইতে গাঁথিয়া রাখিলে শেষে অনেক প্রকার উপকার লাভ করিবেন।

এই পত্রিকা হইতে পৃথক্ 'শ্রীবৈষ্ণব-সিদ্ধান্তমালা' বলিয়া আর একখানি পত্রিকা শ্রীনামহট্ট হইতে প্রকাশিত হইতে থাকিবে। শ্রীবৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালার পত্রিকাগুলির নাম—গুটী। ক্রমশঃ একশত আটটী গুটীতে মালা সম্পূর্ণ হইবে। গুটীগুলি সময়ে সময়ে ছাপা হইয়া ব্রাজক-বিপণী ও বিপণিপতিদিগের এবং হাটের অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগের হস্তে যাইবে। উঁহারা বিনামূল্যে ঐ সকল গুটী প্রাপ্ত হইবেন। গুটীগুলিতে সমস্ত বৈষ্ণব-তত্ত্বসিদ্ধান্ত ও শুদ্ধনাম সমস্ত প্রকাশিত হইবে। ব্রাজক-বিপণী ও বিপণিপতি প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ ঐ সকল নাম গান করিবেন ও করাইবেন। গুটীগুলিতে যে সকল নাম-তত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব-বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা, শাস্ত্রব্যাখ্যা ও শিক্ষা থাকিবে, তাহা গ্রামে গ্রামে সেই আকারে বা একটু আকার পরিবর্ত্তন করিয়া প্রচার করিবেন। গুটীগুলি প্রথম হইতে কর্ম্মচারিগণ যত্ন করিয়া গাঁথিয়া রাখিবেন। প্রথম গুটী অতি পূর্ব্বে প্রকাশ হইয়াছিল। তাহাও আর একবার পরে মুদ্রিত হইয়া কর্ম্মচারিগণের হস্তে যাইবে। তাঁহারা প্রথম গুটী হইতে বাঁধাই করিয়া রাখিবেন। গুটীগুলি প্রায়ই এক ফর্ম্মা হইবে। যদি অন্য কেহ গুটী লইতে চান, তিনি এক পয়সা মূল্যে প্রত্যেক গুটী পাইতে পারিবেন। কর্ম্মচারিগণ নামের হাটের সহরৎকারী মহাশয়কে পত্র লিখিলেই যে কয়খানা গুটী চান, পাইবেন।

যাঁহার যে কিছু গোদ্রুমকল্পাটবীতে প্রকাশ করিবার জন্য লিখিতে হইবে বা নামের হাটের কর্ম্মচারীদিগকে জানাইতে হইবে, তাহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া নিম্নলিখিত নামের ঠিকানায় পাইবেন—

শ্রীযুত রামসেবক চট্টোপাধ্যায়, ভক্তিভৃঙ্গ
শ্রীনামহট্টের সহরৎকারী
সুরভিকুঞ্জ, স্বরূপগঞ্জ পোষ্ট আফিস,
জেলা নদীয়া।

নিবেদন

যে মহাত্মাগণ আমাদের নামের হাটের ব্রাজক-বিপণী ও বিপণিপতি হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের কৃতাঞ্জলি নিবেদন এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের নিকটস্থ অথবা জানিত যে-সকল উদ্যোগী শুদ্ধবৈষ্ণব আছেন, তাঁহাদের সম্মতি লইয়া তাঁহাদের নাম, গ্রাম, ডাকের ঠিকানা ও জেলা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া

পাঠান। তাহা হইলে আমরা তাঁহাদিগকে ব্রাজক-বিপণী বলিয়া গণ্য করতঃ তাঁহাদের নামে শ্রীনামহাটের পুস্তকসমূহ প্রেরণ করিব।

প্রপন্নাশ্রম ও শ্রদ্ধা-কুটীর ঃ—বিপণিপতি যে গ্রামে থাকেন, সেই গ্রামে বা নগরে তিনি নামের বিপণি-স্বরূপ এক কুটীর বা আলয় স্থির করিবেন। সেই কুটীর বা আলয়কে প্রপন্নাশ্রম বলিয়া নামকরণ করিবেন। প্রপন্নাশ্রমে নিকটস্থ ও দূরস্থ শুদ্ধনামপরায়ণ ভক্তগণ উপস্থিত হইয়া নামানন্দ আস্বাদন ও প্রচার করিবেন। বিপণিপতি মহোদয় শুদ্ধবৈষ্ণবগণকে পরমার্থ-ভ্রাতা জানিয়া আদর করিবেন। কিন্তু আশ্রমাগত সাধুজন এরূপ মনে করিবেন না যে, বিপণিপতি তাঁহাদিগকে ভোজনাস্বাদন দিতে বাধ্য আছেন। এক সাধু অন্য সাধুকে নিজের অভাবের জন্য ব্যতিব্যস্ত করেন না, তবে যাঁহার যে শক্তি, তিনি পরমার্থ-ভ্রাতাকে সেই অনুসারে আতিথ্য করিলেও করিতে পারেন। পক্ষান্তরে কোন সাধু স্বয়ং খাদ্যদ্রব্যাদি আনিয়া কোন প্রপন্নাশ্রমে রাত্রিবাস করিলে বিপণিপতি-মহোদয় তাহাতে আপনাকে হীন বোধ করিবেন না। যদি ভ্রাতৃসেবায় নিজ দ্রব্যাদি দেন, তাহাতেও দাতা বলিয়া অভিমান করিবেন না। শুদ্ধনামের জয়-পতাকা যাহাতে উড়িতে পারে, এই চেষ্টাই সকলের কার্য্য। তাহাতে কোন-প্রকার আপন-পর-বোধে মানাপমান রাখার প্রয়োজন নাই। আপনাপন অভাব নিবৃত্তি, আপনাপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ইহাই সাধারণ বিধি। প্রত্যেক প্রপন্নাশ্রম স্ব-স্ব গ্রাম বা পল্লীর নামের সহিত সংযোজিত থাকিবে; যথা—আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম, বাগ্বাজার প্রপন্নাশ্রম, দিনাজপুর প্রপন্নাশ্রম ইত্যাদি।

ব্রাজক-বিপণী মহোদয়গণ যেখানে থাকেন, সেই স্থানের নাম শ্রদ্ধা-কুটীর; যথা—ফুলবুস্থম শ্রদ্ধা-কুটীর, নাখুরিয়া শ্রদ্ধা-কুটীর ইত্যাদি। তাঁহার পৃথক্ কুটীর বা গৃহ-নির্ম্মাণের প্রয়োজন নাই। যখন যে হাট-সম্বন্ধীয় কর্ম্মচারী সেই গ্রামে যাইবেন, প্রথমেই শ্রদ্ধা-কুটীরের দ্বারে গিয়া ব্রাজক-বিপণী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। কর্ম্মচারিগণ নিজ-নিজ ব্যয়ে নিজ অভাব নির্ব্বাহ করিবেন। ব্রাজক-বিপণী মহাশয়ের ভ্রাতৃস্নেহই তাঁহার পক্ষে উপাদেয় হইবে। তবে যদি কোন ব্রাজক-বিপণী ভ্রাতা কর্ম্মচারীকে আতিথ্যে বরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহার চিত্তে যাহাতে সুখ জন্মায়, তাহা করিলে বড় আনন্দের বিষয় হয়।

বার্ত্তা

আমাদের হাটের কর্ম্মচারিগণ অনেক বিষয়ে পরস্পর পত্রাদি লিখিতে ইচ্ছা করিতে পারেন, এইজন্য এই পত্রিকায় ক্রমশঃ সমস্ত কর্ম্মচারী মহোদয়গণের নাম

ও ডাকের ঠিকানা প্রকাশিত হইবে। অন্য কতকগুলি কর্ম্মচারী মহাশয়দের নাম প্রকাশিত হইল, যথা—

ব্রাজক-বিপণী মহোদয়গণ ঃ—১। শ্রীযুত অমরেন্দ্র নাথ সোম, ফুলকুসুম, রাইপুর, বাঁকুড়া। ২। শ্রীযুত কালীপদ চট্টোপাধ্যায়, রাইপুর বাজার, রাইপুর, বাঁকুড়া। ৩। শ্রীযুত শিবনারায়ণ মহাপাত্র, কাশিয়াড়ি, মেদিনীপুর। ৪। শ্রীযুত রামানন্দ দাস বাবাজী, দামোদরবাটী, তেলিবেড়িয়া, বাঁকুড়া। ৫। শ্রীযুত সূর্য্যনারায়ণ বিশ্বাস, রাধামোহনপুর, সোনামুখী, বাঁকুড়া। ৬। শ্রীযুত রসিকলাল দত্ত, রাগভূষণ, নাথুরিয়া, পালীগ্রাম, বর্দ্ধমান। ৭। শ্রীযুত মধুসূদন গোস্বামী, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা। ৮। শ্রীযুত অমৃতলাল বসু, সুকের ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৯। শ্রীযুত হৃদয় নাথ পাণ্ডা, শ্যামপুর, রাইপুর, বাঁকুড়া। ১০। শ্রীযুত বৈদ্যনাথ গোস্বামী,হাসিমপুর, কাশিয়াড়ি, মেদিনীপুর। ১১। শ্রীযুত রমানাথ মুখোপাধ্যায়, আমলাযোড়া, গোপালপুর, বর্দ্ধমান। ১২। শ্রীযুত গদাধর মজুমদার, আমলাযোড়া, গোপালপুর, বর্দ্ধমান। ১৩। শ্রীযুত উদয়চন্দ্র দাস, পানাগড়, বর্দ্ধমান। ১৪। শ্রীযুত বেণীমাধব সরকার, পানাগড় বর্দ্ধমান। ১৫। শ্রীযুত যাদবচন্দ্র দাস, বাশকোপা, গোপালপুর; ঐ। ১৬। শ্রীযুত হরিদাস, বাবলাবেড়া, গোপালপুর, বর্দ্ধমান। ১৭। শ্রীযুত রামকল্প সাহা, মানিকাড়া, গোপালপুর, ঐ। ১৮। শ্রীযুত বাউলচন্দ্র ধাড়া, মবারকগঞ্জ, গোপালপুর, ঐ। ১৯। শ্রীযুত বক্রনাথ ঘটক, তাজপুর, পলাশডাঙ্গা, বাঁকুড়া। ২০। শ্রীযুত সীতানাথ দাস মহাপাত্র, সাউরিগ্রাম, সাবড়া, মেদিনীপুর। ২১। শ্রীযুত বরদাপ্রসাদ বাগ্‌চি, রংপুর। ২২। শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র সরকার, নওয়াবাদ, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর। ২৩। শ্রীযুত স্বরূপমোহন গোস্বামী, ভবানীপুর, কাশিয়াড়ি, মেদিনীপুর। ২৪। শ্রীযুত বনমালী দাস বাবাজী, আরঙ্গাবাদ, কাশিয়াড়ি, মেদিনীপুর। ২৫। শ্রীযুত গোপাল চন্দ্র দাস, মালদহ। ২৬। শ্রীযুত মতিলাল বিশ্বাস, হাঁসখালি, নদীয়া। ২৭। শ্রীযুত গুরুদাস বিশ্বাস, হাঁসখালি, নদীয়া। ২৮। শ্রীযুত বসন্ত কুমার দাস, দিনাজপুর।

বিপণীপতি মহোদয়গণ ঃ—১। শ্রীযুত বিপিনবিহারী ভক্তিরত্ন, আমলা-যোড়া, গোপালপুর, বর্দ্ধমান। ২। শ্রীযুত রামচন্দ্র শিরোমণি, দিনাজপুর। ৩। শ্রীযুত রাধাবল্লভ চৌধুরী, সেরপুর, মৈমনসিংহ।

জ্ঞাতব্য

হাটের কর্ম্মচারী মহোদয়গণ যখন কার্য্যান্তরে অন্য গ্রামে যাইবেন, তখন

তথায় একটী সাধারণ স্থান নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক নামের হাটের উদ্দেশ্য-সূচক বক্তৃতা করিবেন এবং শুদ্ধভক্তি-সূচক নামগান ও ভাবগান করিয়া শ্রোতাগণকে শুদ্ধ-ভক্তি পথে আনিবার চেষ্টা করিবেন। গানগুলি যে কেবল কীর্ত্তন সুরে হইবে, এমত নহে; কিন্তু যে-স্থানে যেমন রুচি দেখেন, সে-স্থানে তদনুরূপ সুরের (বৈঠকী, কালোওয়াতি, বাউল প্রভৃতি) গান করিবেন ও করাইবেন। ইহাতে এইমাত্র দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে, পদগুলিতে শুদ্ধভক্তি-বিরুদ্ধ কোন কথা না থাকে। আমরা ক্রমশঃ সকল প্রকার সুরের গান তাঁহাদের সাহায্যার্থে বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-মালায় প্রকাশ করিব।

সুদীন অকিঞ্চন
শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগোদ্রুম-কল্পাটবী

চতুর্থ দ্রুম

শ্রীশ্রীনামহট্ট

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীশ্রীনামহট্টের কর্ম্মচারী মহোদয়গণ শ্রীচরণে কৃতাঞ্জলি নিবেদন ঃ—

১। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আজ্ঞা-মতে এই নামহট্ট পুনরায় প্রকটিত হইয়াছে। দেশ-বিদেশের সাধু-বৈষ্ণবগণ এই হাটের কর্ম্মচারীর পদ গ্রহণ করিয়াছেন। হাটের কার্য্য বিশেষ উৎসাহ-সহকারে করা আবশ্যক। কতিপয় কর্ম্মচারী মহোদয় স্থানে স্থানে শুদ্ধনাম-প্রচার-কার্য্যের বিবরণ পাঠাইতেছেন। কিন্তু অনেকেই তাঁহাদের কার্য্য-বিবরণ পাঠান নাই। আমরা যথাসাধ্য ব্যয় ও পরিশ্রমে কল্পাটবী ও সিদ্ধান্ত-মালা মুদ্রিত করিয়া পাঠাইতেছি। আশাকরি, প্রত্যেক কর্ম্মচারী মহোদয় তাঁহার কার্য্য-বিবরণ সংক্ষেপে লিখিয়া তিন মাস অন্তর আমাদের নিকট পাঠাইবেন। কল্পাটবীতে ও সময়ে সময়ে 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা'য় তাঁহাদের বিবরণ-সকলের সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হইবে। চতুর্থ মাসের মধ্যে যাঁহাদের বিবরণ পাওয়া যাইবে না, আমরা মনে করিব যে, তাঁহারা আমাদের প্রতি দয়া করিলেন না এবং তাঁহারা শ্রীশ্রীনামহট্টের সম্বন্ধে কিছুই

করিবেন না।

২। শ্রীশ্রীনামহট্টের কার্য্য সুচারুরূপে হইতে গেলে কতকগুলি বক্তৃতা ও গানশক্তিবিশিষ্ট ব্রাজক-বিপণী সংগ্রহ হওয়া আবশ্যক। শুদ্ধভক্তদিগের মধ্যে এরূপ লোক অনেক পাওয়া যায় না। অতএব আমরা প্রস্তাব করি যে, হাটের কর্ম্মচারী মহোদয়গণ কতকগুলি অল্পবয়স্ক কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগকে শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে জনসমাজে বক্তৃতা ও গান করিবার উৎসাহ দিবেন। এইরূপ করিলে অল্পদিনের মধ্যেই সুবক্তা ও সুগায়ক ব্রাজক-বিপণী ও বিপণিপতি পাওয়া যাইবে। এ বিষয়ে সকলেই বিশেষ যত্ন করিবেন। অল্পবয়স্ক, বিনয়ী, উৎসাহী, শিক্ষিত, বুদ্ধিমান্ কতকগুলি ব্যক্তিকে নির্জ্জনস্থানে বক্তৃতা ও গান শিক্ষা দিয়া ক্রমশঃ গ্রামের মধ্যে, চত্বরে, বাজারে ও অন্যান্য সাধারণ স্থানে তাঁহাদের দ্বারা বক্তৃতা করাইবেন। এই সমস্ত চেষ্টা দ্বারা যে ফলোৎপন্ন হয়, তাহা এই পত্রিকায় প্রকাশ করিবার জন্য লিখিবেন।

৩। বিলাত হইতে যে-সকল খৃষ্ট-ধর্ম্মের প্রচারক অর্থাৎ মিশনারী এ প্রদেশে আসিয়া ধর্ম্ম-প্রচার করিতেছেন, তাঁহারা সেই কার্য্যের জন্য বেতন গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ক্রিয়া নিঃস্বার্থ নয়, সুতরাং তাঁহাদের কার্য্যদ্বারা জগতের কোন মঙ্গল সাধন হয় না। আমাদের শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর নামের হাট সেইরূপ নয়। আমাদের নাম-প্রচারকগণ নিঃসার্থে প্রভুর নিশান ধরিয়া গ্রামে-গ্রামে শ্রীমদ্‌গোদ্রুমচন্দ্রের আজ্ঞা প্রচার করিতেছেন। এইপ্রকার ধর্ম্ম-প্রচারদ্বারা অতি স্বল্পদিনের মধ্যেই কেবল ভারতভূমিতে নয়, কিন্তু সমস্ত ভূমণ্ডলে শ্রীচৈতন্য-দেবের খোল বাজিয়া উঠিবে এবং শুদ্ধ হরিভক্তি কি ব্রাহ্মণ, কি ম্লেচ্ছ, সকলেই লাভ করিবে।

প্রচার-কার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১৩ই পৌষ শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রাব্দ ৪০৫, শ্রীশ্রীনামহট্টের কার্য্য আরম্ভ হয়। কলিকাতা কুমারটুলী শ্রীশ্রীগৌর-গোপীনাথ-কুঞ্জে, বিডন ষ্ট্রীটে শ্রীযুত রায় কানাই-লাল দে বাহাদুরের বাটীতে ও রামবাগান ভক্তিভবনে কয়েকজন হাটের কর্ম্মচারী একত্রিত হইয়া নামোৎসব করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান জেলায় আমলাযোড়া গ্রামে শ্রীযুত বিপিনবিহারী ভক্তিরত্ন বিপণিপতি মহাশয় একটী প্রপন্নাশ্রম স্থাপন করত নিকটস্থ গ্রাম-সমূহে শুদ্ধ নাম প্রচার করিতেছেন।

হুগ্‌লী বদনগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি বিপণিপতি মহাশয়

স্বগ্রামে প্রপন্নাশ্রম স্থাপন করতঃ তথা হইতে গ্রামে-গ্রামে নামোৎসব করাইতেছেন।

মৈমনসিংহ সেরপুরের ভূম্যধিকারী শ্রীযুত রাধাবল্লভ চৌধুরী বিপণিপতি মহাশয় প্রপন্নাশ্রম স্থাপন-পূর্ব্বক নিকটস্থ গ্রামসমূহে শুদ্ধ নামতত্ত্ব প্রচার ও শুদ্ধ নামোৎসব করিতেছেন।

শ্রীযুত ব্রাজক-বিপণী কৃষ্ণকিশোর গোস্বামী মহাশয়ের প্রযত্নে শ্রীরামপুর নগরে শ্রীযুত কালিদাস সাহা মহাশয়ের বাটীতে বিগত ২৩শে চৈত্র রবিবার হরিবাসর-দিবসে শ্রীনামোৎসব ও শুদ্ধনাম-বিষয়ক আলোচনা হইয়াছিল।

ব্রাজকবিপণী শ্রীযুত রঘুনন্দন কাব্যতীর্থ মহাশয়ের যত্নে শ্রীনবদ্বীপ-ধামে বৈশাখ মাসে (৪০৬) নামোৎসব ও বক্তৃতা হইয়াছিল।

সম্বলপুর নগরে শ্রীযুত মধুসূদন দাস ব্রাজক-বিপণী মহাশয়ের প্রযত্নে শেষ চৈত্র হইতে নামোৎসব হইতেছে।

ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুত সূর্য্যনারায়ণ বিশ্বাস মহাশয়ের প্রযত্নে বাঁকুড়া, সোনামুখীর অন্তর্গত রাধামোহনপুর গ্রামে বিশেষ যত্ন-সহকারে শ্রীনামোৎসব আরম্ভ হইয়াছে।

বর্দ্ধমান জেলার গোপালপুর গ্রামে ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শুদ্ধনাম গান ও শুদ্ধ নাম-তত্ত্ব প্রচার করিতেছেন।

বাঁকুড়া রাইপুর গ্রামে ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুত কালীপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তত্রস্থ হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা-গৃহে ১লা বৈশাখ তারিখ হইতে প্রতিদিন নাম প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন।

শ্রীহট্ট কানাইবাজারে মৈনা নিবাসী ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুত রাজীবলোচন দাস মহাশয় ঐ প্রদেশে শুদ্ধনাম প্রচারের বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিতেছেন।

ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুক্ত যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মেদিনীপুর জেলার রামজীবনপুর গ্রামের নিকটস্থ অনেকানেক গ্রামে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিশান উড়াইয়া শুদ্ধনাম প্রচার করিতেছেন। তাঁহার মধুর বক্তৃতায় বিগলিত-চিত্তে অনেকেই শুদ্ধনামাশ্রয় করিয়াছেন।

ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বসাক মহাশয় ঢাকা নগরে শুদ্ধভক্তি-তত্ত্ব প্রচার করিতেছেন।

বিপণিপতি শ্রীযুক্ত মহান্ত গোরাচাঁদ দাস বাবাজী মহাশয় শ্রীধাম নবদ্বীপে নামকীর্ত্তন দ্বারা জীবের মঙ্গল সাধন করিতেছেন।

শ্রীগোদ্রুমবাসী নামহট্টের সেবকগণ উক্ত মহোদয়দিগের কার্য্য আলোচনা করিয়া আনন্দপূর্ণ-হৃদয়ে তাঁহাদিগকে দণ্ডবৎ করিতেছেন। এখন নিশ্চয় জানা যাইতেছে যে, শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর নামের হাট পুনরায় জাগিয়া উঠিল। সকলই তাঁহার ইচ্ছা।

সন্দেহ নিরসন

গোদ্রুম-কল্পাটবীর দ্বিতীয় দ্রুমের লিখিত মত প্রামাণিক, ধোবা ও দরজী ইঁহারা কি কার্য্য করেন, এ সম্বন্ধে কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়াছেন। প্রামাণিক, ধোবা ও দরজীর পদ অতিশয় উচ্চ। বিশেষ উপযুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত ঐ তিনটী পদ কেহই গ্রহণ করিতে পারেন না। কুমতরূপ অভদ্র-লক্ষণ শ্মশ্রু-কেশ দূর করিয়া বিপন্থীদিগকে যাঁহারা শুদ্ধ বৈষ্ণবতায় আনিতে পারেন, তাঁহারাই হাটের ক্ষৌরকারী প্রামাণিক। বিপথ-গমনদ্বারা দুষিত চরিত্রস্বরূপ মলযুক্ত পরিচ্ছদ ধৌত করাইয়া যাঁহারা বিশুদ্ধ ভক্ত-পরিচ্ছদ দিতে সক্ষম, তাঁহারাই হাটের ধোবা। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-যাগ প্রভৃতি আর্য্য-ক্রিয়ারূপ অমিলিত বস্ত্র-সকলকে যাঁহারা শুদ্ধভক্তি-তত্ত্ব-সূচীকাদ্বারা গ্রন্থন করতঃ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধ ব্যবহার উৎপন্ন করিতে পারেন, তাঁহারাই হাটের দরজী।

সদ্বিচার

অনেকে 'শ্রীশ্রী৺রাধাকৃষ্ণ,' 'শ্রীশ্রী৺নামসংকীর্ত্তন,' 'শ্রীশ্রী৺মহাপ্রভু'—এইরূপ লিখিয়া থাকেন। অদ্বৈতবাদানুগত পণ্ডিতসকল সেই সেই রূপে লিখিলে আমরা আপত্তি করিতে পারি না; কিন্তু শুদ্ধ বৈষ্ণবের পক্ষে সেই সেই রূপে লেখা যুক্তি ও সদাচার-বিরুদ্ধ। "শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ," "শ্রীশ্রীনামসংকীর্ত্তন"—এইরূপ, লিখিলেই যথেষ্ট। যেহেতু হরিনাম বা হরিবিষয়ক কথার পূর্ব্বে '৺' সঙ্কেত লিখিবার কোন প্রয়োজন নাই। যদি '৺' শব্দ লিখিতে হয়, তাহার পূর্ব্বে '৺ ঈশ্বর' শব্দ লেখা যায়, তাহা কেবল হাস্যাস্পদ হইয়া থাকে। ঐরূপ চিহ্ন ব্যবহার করা মৃত ব্যক্তিদের নামের পূর্ব্বে অদ্বৈতবাদ-সম্মত মৃত-শব্দের পরিবর্ত্তে মাত্র; ঐ চিহ্নে বৈষ্ণবদিগের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

পণ্য-বীথিকা-পতি ঃ—যে-সকল মহান্ত-সন্তান ও প্রভু-সন্তানগণ আপনা-পন পণ্য-বীথিকায় বসিয়া নিঃস্বার্থ-ভাবে শুদ্ধ-নাম প্রচার করিতেছেন, তাঁহারাই নামের হাটে পণ্য-বীথিকা-পতি।

পঞ্চায়েৎ ঃ—হাটের যখন যে-কোন কর্ম্মচারী শ্রীগোদ্রুম ক্ষেত্রে ১০ জনের অধিক একত্রিত হইয়া হাটের মঙ্গলসাধন সম্বন্ধে বিষয়সকল সিদ্ধান্ত করিবেন,

তাঁহারাই তখন শ্রীশ্রীনামহট্টের পঞ্চায়েৎ অর্থাৎ হাটের মূল মহাজনের প্রতিনিধি।

পূর্ব্ব প্রকাশিত তালিকার পর বিপণিপতি মহোদয়গণ ঃ— ৪। শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন, বহরমপুর, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ। ৫। শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি, বদনগঞ্জ, হুগলী। ৬। শ্রীযুক্ত মহান্ত গোরাচাঁদদাস বাবাজী, শ্রীধাম নবদ্বীপ, নদীয়া।

দালালগণ ঃ— ১। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী গুপ্ত, হাসখালি, নদীয়া। ২। শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র মৌলিক, দেওঘর, বৈদ্যনাথ। ৩। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বসু, জাগুলী, নদীয়া। ৪। শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল ভট্টাচার্য্য, আমঘাটা, স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।

ব্রাজক-বিপণী মহোদয়গণ ঃ—২৯। শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সাহা, করিমপুর, নদীয়া। ৩০। শ্রীযুক্ত নৃসিংহপ্রসাদ গোস্বামী, বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্র, খাগড়া মুর্শিদাবাদ। ৩১। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর গোস্বামী, শ্রীরামপুর, হুগলী। ৩২। শ্রীযুক্ত ভাগবতচন্দ্র দত্ত, জাহানাবাদ, হুগলী। ৩৩। শ্রীযুক্ত যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, হেড্ মাষ্টার রামজীবনপুর, মেদিনীপুর। ৩৪। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, পোষ্টমাষ্টার, গোপালপুর, বর্দ্ধমান। ৩৫। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, ৪৬নং মিডিল রোড, ইটিলী, নাপিতবাজার, কলিকাতা। ৩৬। শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস সুনারী, আটারিয়া, সম্বলপুর। ৩৭। শ্রীযুক্ত রামলাল দাস, আমডহরা, বোলপুর, বীরভূম। ৩৮। শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন মুখোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ, নবদ্বীপ, নদীয়া। ৩৯। শ্রীযুক্ত ঘনেশ্বর সিংহ, দুদপাতুলী, খরিলপাড়া, শিলচর, কাছাড়। ৪০। শ্রীযুক্ত লোকনাথ হোড়, ৬৬নং শাখারীটোলা লেন, কলিকাতা। ৪১। শ্রীযুক্ত গুরুদাস ঘোষ, ৮নং বৃন্দাবন ঘোষের লেন, কলিকাতা। ৪২। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী, ছুটী, গোবরাহাট, কটক। ৪৩। শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন দাস, মৈনা, কানাইবাজার, শ্রীহট্ট। ৪৪। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, দেবখণ্ড, রামজীবনপুর, মেদিনীপুর। ৪৫। শ্রীযুক্ত মথুরানাথ দাস কাটোয়া, বর্দ্ধমান। ৪৬। শ্রীযুক্ত হরলাল চক্রবর্ত্তী, গ্রাম মুঙ্কা, রাইপুর, বাঁকুড়া। ৪৭। শ্রীযুক্ত নটবর মুখোপাধ্যায়, ৪র্থ শিক্ষক, বীরসিংহ, খারার, মেদিনীপুর। ৪৮। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণদাস বাবাজী, কত্তরবগা, লাপান্দা, সম্বলপুর। ৪৯। শ্রীযুক্ত রামচরণ দাস বৈরাগী, দয়ালবাজার, রামজীবনপুর, মেদিনীপুর। ৫০। শ্রীযুক্ত রামবল্লভ সর্ব্বাধিকারী, মেমারী, বর্দ্ধমান। ৫১। শ্রীযুক্ত কিরীটী-

ভূষণ ধলবাবু, অম্বিকানগর, রাজবাটী, বাঁকুড়া। ৫২। শ্রীযুক্ত রামচরণ চক্রবর্ত্তী, পাণ্ডুয়া, রামজীবনপুর, মেদিনীপুর। ৫৩। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বসাক, ডেঃ পোঃ মাঃ জেঃ আঃ, ঢাকা।

স্বরভিকুঞ্জ,
গোদ্রুমদ্বীপ
স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।

সুদীন অকিঞ্চন
শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগোদ্রুম-কল্পাটবী

পঞ্চম দ্রুম

শ্রীশ্রীনামহট্ট

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

পরিদর্শন-বিবরণ

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামান্তর্গত শ্রীগোদ্রুমক্ষেত্রে শ্রীস্বরভিকুঞ্জে সম্প্রতি শ্রীশ্রীনামহট্টের মূল সংস্থাপিত আছে এবং ভারতভূমির সর্ব্বত্র ইহার শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হইয়াছে। স্থানে-স্থানে হাটের কার্য্য কিরূপ হইতেছে, তাহা দেখিবার অভিপ্রায়ে মূল হাটস্থিত কর্ম্মচারিগণ সময়ে সময়ে দেশ-ভ্রমণে নিযুক্ত হন। আজ পর্য্যন্ত ঐ পরিদর্শক কর্ম্মচারিগণ যাহা যাহা দৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সমুদয় এই বিবরণে প্রকাশিত হইল।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪০৬ চারিশত ছয়, ২১শে ভাদ্র রবিবারে নামহট্টের পরিমার্জ্জক, সহরৎকারী এবং আরও দুইটী কর্ম্মচারী একযোগে হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুর নগরে হাটের কার্য্য পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর নূতন মন্দিরে ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুত কৃষ্ণকিশোর গোস্বামী মহাশয়ের (অস্পষ্টাংশ) (২) গৌরপরায়ণ ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব উপস্থিত ছিলেন। ভক্তি ও বর্ণাশ্রম-সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা হইলে পর ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুত কালীদাস সাহা মহাশয় কয়েকটি ভক্তকে লইয়া চতুর্থ গুটী ভক্তিসিদ্ধান্তমালা হইতে মধুর স্বরে শিক্ষাষ্টক পালা-গান করিয়াছিলেন। তত্রস্থ ব্রাহ্মণমণ্ডলীর অকৃত্রিম গৌরভক্তি দর্শন করিয়া হাটের কর্ম্মচারিগণ বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিলেন।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪০৬ চারিশত ছয়, ৫ই আশ্বিন সোমবার হাটের পরিমার্জ্জক সহরৎকারী ও পতাকাধারী মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঘাটাল নগরে সন্ধ্যার পর পৌঁছিলে তত্রস্থ ভক্ত মহোদয়গণ হরিসংকীর্ত্তনের সহিত তাঁহাদিগকে সজ্জিত হরিসভায় লইয়া গেলেন; সহস্রাধিক নামপরায়ণ সমাগত ব্যক্তিগণ মহা-সমারোহে হরিসংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। হাটের কর্ম্মচারিগণ সেই রাত্রেই রামজীবনপুর গ্রামে যাত্রা করিলেন। পরদিন প্রাতে রামজীবনপুরের ভক্তগোষ্ঠী সকলের সহিত পরমানন্দে কীর্ত্তন করিতে করিতে বিপণিপতি শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী পাইন মহাশয়ের প্রপন্নাশ্রমে শ্রীশ্রীনামহট্টের কার্য্য পরিদর্শন করিলেন। সহস্রাধিক ভক্তগণ মহাসমারোহে হরিধ্বনি করিতেছিলেন; হাটের তত্রস্থ সেনাপতি শ্রীযুত উমাচরণ বিদ্যারত্ন মহাশয় পরিমার্জ্জক ভক্তিবিনোদ, সহরৎকারী ভক্তিভৃঙ্গ ও ভক্ত সীতানাথ প্রভৃতি সমাগত হাটের কর্ম্মচারীদিগকে অভিনন্দনের দ্বারা সমাদর করিলেন। পরিমার্জ্জক ভক্তিবিনোদ মহাশয় শ্রীশ্রীনাম-মাহাত্ম্য বিষয়িণী বক্তৃতা করিলেন। ঘাটাল চক্রের (অস্পষ্টাংশ) (৩) সুললিত বক্তৃতা ও নিজ-রচিত পদগান দ্বারা সমাগত ব্যক্তিদিগকে প্রেমে আপূরিত করিলেন। ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুত রামদাস বাবাজী ও শ্রীযুত অধরচন্দ্র তর্কালঙ্কার মহাশয়দ্বয় সুমিষ্ট বক্তৃতাদ্বারা সভাকে পরিতৃপ্ত করিলেন। হরিধ্বনি ও বিশুদ্ধ নামসংকীর্ত্তনের সহিত এক প্রহর রাত্রে সভাভঙ্গ হইল।

৭ই আশ্বিন প্রাতেই মহা-সমারোহের সহিত নগরকীর্ত্তন বাহির হইল। সেই সময়ে রামজীবনপুর গ্রামের স্থানে স্থানে নিবাসী ভক্তমহোদয়গণ নিজ নিজ বাটীর দ্বারে পত্র-মণ্ডপ সুসজ্জিত করিয়া নগরের একটী অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছিলেন। এদিকে রাজপথ দিয়া সংকীর্ত্তন চলিতেছে, মণ্ডপ হইতে ভক্তগণ প্রেমানন্দে হরিধ্বনি করতঃ কীর্ত্তনকারীদিগকে মণ্ডপে বসাইতেছেন, ব্রাজক-বিপণিগণ ভক্তিবিনোদের সহিত নামতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন, চতুর্দ্দিক হইতে গ্রামবাসিনী স্ত্রীলোকগণ হুলুধ্বনি করিতেছে, কোন স্থানে গুরুমহাশয়ের পাঠশালা ভঙ্গ করিয়া বালকগণ হরিবোল হরিবোল বলিয়া দৌড়িতেছে, ভক্তগণ পরস্পর আপ্যায়িত করিতেছেন,—এইরূপ অপূর্ব্ব দৃশ্য সমস্ত লোকের মন হরণ করিয়াছিল। শ্রীযুত শ্রীবাসচন্দ্র আঢ্য মহাশয়ের বাটীতে, শ্রীযুত গঙ্গাধর পাল, শ্রীযুত রাধানাথ দাস, শ্রীযুত মাধবচন্দ্র দে, শ্রীযুত উমেশচন্দ্র মোদক, শ্রীযুত ত্রৈলোক্য দাস, বিপণিপতি শ্রীযুত যদুনাথ পাল ও দ্বিজকুলচূড়ামণি শ্রীযুত দীননাথ রায় মহোদয়দিগের ভবনে সংকীর্ত্তন-সভার পৃথক্ পৃথক্ অধিবেশন হইয়াছিল।

অপরাহ্ণে শ্রীনগর গ্রামে শ্রীনগর নামহট্ট প্রতিষ্ঠিত হরিসভাতে ভক্তিবিনোদ মহাশয় ও যাবতীয় কর্ম্মচারী মহোদয়গণ বক্তৃতা করিয়া প্রায় দুই সহস্র লোকের প্রীতি সম্পাদন করিয়াছিলেন। শ্রীযুত হৃদয়নাথ কর্ম্মকার প্রভৃতি হাটের গায়কগণ মধুরস্বরে হরিনাম গান ও হাটের নর্ত্তক শ্রীযুত সীতানাথ হড় মহাশয় প্রভৃতি কীর্ত্তনে নৃত্য করতঃ সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন।

৮ই আশ্বিন অপরাহ্ণে হাটের সমস্ত কর্ম্মচারী বিপুল সমারোহে রামজীবনপুর গ্রামে নামকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীযুত উমেশচন্দ্র মোদক, শ্রীযুত অনন্ত গায়েন, শ্রীযুত রামচাঁদ দত্ত, শ্রীযুত শ্রীনিবাস রাউত, শ্রীযুত রামকল্প রাউত মহোদয়দিগের বাটীতে বহুসংখ্যক লোকের সমক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন। অবশেষে শ্রীশ্রীপার্ব্বতীনাথ মহাদেবের নাট্যশালায় প্রায় ২৫০০ লোকের এক মহাসভা হয়, তাহাতে সেনাপতি মহাশয় সমস্ত বেদ-পুরাণ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পরিমার্জ্জক ভক্তিবিনোদ মহাশয় শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব-প্রচারকালে মায়াবাদ-মতের নিরর্থকতা দেখাইয়াছিলেন। পরে বিপণিপতি শ্রীযুত যদুনাথ পাল মহাশয়ের প্রপন্নাশ্রমে রসিক-মণ্ডলীতে রস-কীর্ত্তন হইয়াছিল।

৯ই আশ্বিন অপরাহ্ণে হাটের সমস্ত কর্ম্মচারী হাতীপুর দেবখণ্ডে উপস্থিত হন, তথায় জগজ্জননী ভদ্রকালীর নাট্যশালায় প্রায় তিন সহস্র লোক সমবেত ছিলেন। তত্রস্থ ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুত কেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রযত্নে পত্রমণ্ডপ, তোরণ, গোপুরাদি প্রস্তুত হইয়াছিল, গ্রামস্থ মহাজনগণ সংকীর্ত্তনের সহিত কর্ম্মচারিদিগকে অগ্রসর হইয়া নদীতীর হইতে মণ্ডপে লইয়া গেলেন, গমন সময়ে নহবৎ বাদ্য ও গ্রামস্থ স্ত্রীলোকদিগের হুলুধ্বনিতে গগন পরিপূরিত হইয়াছিল। যিনি সেই অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিয়াছিলেন, তিনি আর তাহা ভুলিতে পারিবেন না। সে-সময়ে যেন প্রেমসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া সকলে আত্ম-বিস্মরণ হইয়াছিলেন! ভক্তগণ মণ্ডপে বসিলে পর নিম্নলিখিত গীতটী বাউলস্বরে গাওয়া হইল।

গীত

নিতাই নাম হাটে, ও কে যাবিরে ভাই আয় ছুটে।
এসে পাষণ্ড জগাই মাধাই দুজন সকল হাটের মাল
নিলে লুটে॥
হাটের অংশী মহাজন, শ্রীঅদ্বৈত, সনাতন,
ভাণ্ডারী শ্রীগদাধর পণ্ডিত বিচক্ষণ।

আছেন চৌকিদার হরিদাস আদি, হলেন শ্রীসঞ্জয়
শ্রীশ্রীধর মুটে।
দালাল কেশব ভারতী, শ্রীবিদ্যাবাচস্পতি,
পরিচারক আছেন কৃষ্ণদাস প্রভৃতি,
হন কোষাধ্যক্ষ শ্রীবাস পণ্ডিত, ঝাড়ুদার কেদার জুটে ॥
হাটের মূল্য নিরূপণ, নয় ভক্তি প্রকরণ,
প্রেম হেন মুদ্রা সর্ব্বসার সংযমন নাই কমি বেশী সমান।
ও জন রে, সব এক মনে বোঝায় উঠে ॥
এই প্রেমের উদ্দেশ, এক সাধু উপদেশ,
সুধাময় হরিনামরূপ সুসন্দেশ, এতে বড় নাই রে দ্বেষাদ্বেষ,
খায় একপাতে কাণাকুঠে ॥

পরে "মহামায়ার বৈষ্ণব-বাৎসল্য" বিষয়ে হাটের পরিমার্জ্জকের বক্তৃতা ও তদন্তে ব্রাজক-বিপণী মহাশয়গণের সুবক্তৃতা হইয়াছিল এবং হাটের গায়ক মহাশয়দিগের সুললিত তানে হরিগুণগানে সভাস্থ সকলের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুত কেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটী সুদীর্ঘ পদ্যময়ী বক্তৃতা পাঠ করিলেন। ঐ সভায় অনেকগুলি বিজ্ঞ বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গের আনুগত্য স্বীকার-পূর্ব্বক শ্রীনামহট্টের সম্বন্ধে অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন।

১০ই আশ্বিন অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীনামহট্টের কর্ম্মচারিগণ প্রথমে আমদান গ্রামে ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুত প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত প্রচারালয়ে প্রায় পাঁচশত লোকের সমক্ষে এবং তৎপরে সেরবাজ গ্রামের ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুত অক্ষয়কুমার ঘোষের প্রচারালয়ে সাত আটশত লোকের সমক্ষে শ্রীশ্রীনামপ্রচারের যথারীতি কার্য্য হইয়াছিল। উভয় স্থানেই নানাবিধ বক্তৃতা ও সঙ্গীত হইয়াছিল।

১১ই আশ্বিন অপরাহ্ণে শ্যামবাজার হরিসভার সম্মুখে প্রায় তিন হাজার লোক সমবেত হন, তথায় শ্রীনামসংকীর্ত্তন এবং ভক্তিবিনোদ, ভক্তিভূষণ ও শ্রীযুত রামানন্দ বাবাজী মহাশয়গণ দীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা সমাগত লোকসকলকে শ্রীনামতত্ত্ব উত্তমরূপ বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। শ্যামবাজার গ্রামেও স্থানে স্থানে প্রচারমণ্ডম নির্ম্মিত হইয়াছিল। শ্রীনামহট্টের কার্য্য তথায় জাহানাবাদচক্রের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়ের প্রযত্নে উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে, জানা গেল।

১২ই আশ্বিন প্রাতে হাটের কর্ম্মচারিগণ ভক্তিনিধি মহাশয়ের বদনগঞ্জের প্রপন্নাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। অপরাহ্ণে কয়াপাট বাজারে একটী বিরাট সভা দেখা গেল; প্রায় তিন চারি সহস্র লোক বিশেষ উৎকণ্ঠার সহিত হাটের কর্ম্মচারীদিগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। নামকীর্ত্তনের সহিত কর্ম্মচারিগণ তথায় উপস্থিত হইলে, প্রথমে লোক-কলরব নিস্তব্ধ করিবার জন্য কিঞ্চিৎ সময় অতিবাহিত হইল। তত্ত্বাবধায়ক ভক্তিনিধি মহাশয়ের বক্তৃতান্তে ভক্তিবিনোদ মহাশয় "বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং" শ্রীভাগবতের এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া মায়াবাদ নিরসন ও ভক্তিতত্ত্ব স্থাপন পূর্ব্বক একটী দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করন, তৎপরে ব্রাজকবিপণী পণ্ডিত শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় একটী ভক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করিলে অন্যতর ব্রাজকবিপণী শ্রীযুত পণ্ডিত রামানন্দ দাস বাবাজী মহাশয় শ্রীনাম সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এই সমস্ত বক্তৃতার সময়ে তত্রস্থ শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে যে ভক্তিরস উচ্ছলিত হইতেছিল, তাহা তাঁহাদের ঘন ঘন প্রেমপূর্ণ হরিধ্বনিতে প্রকাশ হইয়াছিল।

১৪ই আশ্বিন রাত্রে ক্ষীরপাই গ্রামে শ্রীহারাধন দে মহাশয়ের মণ্ডপে প্রায় দুই তিন শত লোক সমবেত হইলে শ্রীহরিকীর্ত্তন ও অবশেষে ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের এক বক্তৃতা হইয়াছিল। গ্রামস্থ লোকেরা শ্রীশ্রীনামহট্টের উপকার পাইবার জন্য ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

১৬ই আশ্বিন অপরাহ্ণে ঘাটাল নগরে সংকীর্ত্তন ও নাম-প্রচার সভা হয়, তত্রস্থ প্রধান প্রধান রাজকীয় কর্ম্মচারী মহাশয়গণ প্রচার কার্য্যে বিশেষ সহায়তা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সভামণ্ডপে ক্রমশঃ প্রায় সহস্র লোকের সমাগম হয়, তন্মধ্যে অনেক কৃতবিদ্য পুরুষ ছিলেন। জীবতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব ও নামতত্ত্ব বিষয়ে ভক্তিবিনোদ একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন, তাহাতে অনেকের মনে শ্রীনামহট্টের প্রতি ভক্তি সঞ্চার হইয়াছিল। দেখা গেল, ঘাটালে এপর্য্যন্ত নামহট্টের সমধিক কার্য্য হয় নাই, কিন্তু সে-দিবস অনেক সাধুলোক ভক্তবৃন্দ প্রেমের সহিত পরস্পর দলের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া নামগানে সকলকে আনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন। আশা করা যায় যে, অতি শীঘ্রই রামজীবনপুরের ন্যায় ঘাটালে নামহট্টের বিস্তৃতি হইবে।

রামজীবনপুর, ঘাটাল ও অন্যান্য স্থানে যে-সকল গীত ও অভিনন্দন-কবিতা পঠিত হইয়াছিল, তাহাতে হাটের কর্ম্মচারীদিগের অতিস্তুতি বাক্য থাকায় এই কার্য্য-বিবরণীতে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইলাম। ঘাটালে যে গীত হইয়াছিল

তাহা তত্রস্থ হরিসভা হইতে পৃথক ছাপা হইয়াছে।

ঘাটাল চক্র ও জাহানাবাদ চক্র পরিদর্শন করিয়া শ্রীশ্রীনামহট্টের কর্ম্মচারিগণ বুঝিতে পারিলেন যে, এই স্বল্পকালের মধ্যে হাটের কার্য্যে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। সাধারণতঃ ব্রাজকবিপণী মহাশয়েরা বিশেষ যত্নের সহিত নিজ নিজ কার্য্য করিয়াছেন। বিশেষতঃ ঘাটাল চক্রের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ মহাশয়ের কার্য্যের বিশেষ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তাঁহার ন্যায় কর্ম্মচারী যদি প্রতি-চক্রে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে বিশেষ আনন্দের বিষয় হয়। অন্যান্য চক্র পরিদর্শনকালে বোধ হয়, সে আনন্দ লাভ করা যাইবে।

এখন আমাদিগের বক্তব্য এই যে, কর্ম্মচারী মহোদয়গণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখেন—

১। শ্রীশ্রীনামহট্টের মহিমা ঘরে ঘরে প্রকাশিত হয়, এই কার্য্যটী টহলদার পদাতিক মহাশয়দিগের উপর নির্ভর করে।

২। অনেক স্থানে আমরা দেখিলাম যে, নামগান বলিয়া কতকগুলি ভুক্তি-মুক্তি-কামপূর্ণ বাজে পদের গান হইতেছে। শ্রীনামহট্ট হইতে এইরূপ হওয়া উচিত নয়। পূর্ব্বমহাজন-কৃত নাম, গীত এবং বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালায় প্রকাশিত নাম-গীতসকল অথবা তদনুরূপ যে-কোন নাম রচিত হয়, তাহাই কেবল গীত হওয়া উচিত। আমরা আশা করি যে, চক্রপতি কর্ম্মচারিগণ এ বিষয়ের বন্দোবস্ত করিবেন।

৩। অনেক স্থানে প্রচারক্ষেত্রে তত্রস্থ ভক্তগণ কর্ম্মচারীদিগকে ভোজন করাইবার যত্ন পান, তাহাতে তাঁহাদের রসাস্বাদনের অনেক ব্যাঘাত হয়, এইরূপ না হওয়াই ভাল। ইহার দ্বারা প্রয়োজনীয় আতিথ্যের নিষেধ করা হইল না।

৪। অনেক স্থানে বহুতর কালোয়াৎগণ শ্রীনামহট্টের গায়কপদ স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায়ই পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত বৈঠকী গানসকল গাইয়া থাকেন, সেইসকল গান প্রায় শুদ্ধভক্তিবিরুদ্ধ; আমাদের ইচ্ছা এই যে, শুদ্ধ-ভক্তি ও শুদ্ধনামযুক্ত বৈঠকীপদ-সকল প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়। চক্রপতি মহাশয়গণ সেইরূপ পদ রাগিণী, তাল উল্লেখ করত প্রস্তুত করাইয়া আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালায় প্রকাশ করিব।

৫। যে যে হরিসভায় শুদ্ধভক্তি ও শুদ্ধনামের আলোচনা নাই এবং অর্থ সংগ্রহ-পূর্ব্বক হইয়া থাকে, সেই সকল হরিসভার সহিত শ্রীনামহট্টের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ

রাখা উচিত নয়, নচেৎ শ্রীশ্রীনামহট্টের মহিমা থাকিবে না।

শ্রীরামসেবক চট্টোপাধ্যায় ভক্তিভৃঙ্গ সহরৎকারী, শ্রীকেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ, পরিমার্জ্জক, শ্রীসীতানাথ দাস মহাপাত্র, পতাকাধারী।

হাটের কার্য্য

শ্রীধামনবদ্বীপান্তর্গত গোদ্রুমক্ষেত্রে সুরভিকুঞ্জে শ্রীশ্রীনামহট্টের পরিমার্জ্জক, প্রচারক প্রভৃতি কতিপয় কর্ম্মচারী স্থানীয় ভক্তবৃন্দের নিয়ম-সেবা উপলক্ষে নামোৎসব করিয়াছিলেন। বিগত ২৭শে আশ্বিন হইতে ৩০শে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত প্রতি-দিবস আরতি, নামকীর্ত্তন, ভক্তিগ্রন্থ-পঠন, ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন, সময়ে সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন এবং নগরকীর্ত্তন হইয়াছিল। এতদ্ব্যতিরেকে গোরাদহ, সপ্তঋষির ভজনস্থান, হংসবাহন, স্বরাট্ শৈল, হরিহর ক্ষেত্র, হিরণ্য-কুঞ্জ প্রভৃতি প্রভুর লীলা-স্থান অন্বেষণ-পূর্ব্বক তথায় নামগান ও তত্তৎস্থানের লীলা-বিষয়িণী বক্তৃতা হইয়াছিল। তাহাতে সেই সকল লীলাস্থলীয় গ্রামবাসীরা স্থান-মাহাত্ম্য অবগত হইয়া কি পর্য্যন্ত আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা বাক্যের দ্বারা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। কেহ কেহ সেই সেই লীলা-স্থলে গড়াগড়ি দিয়া মনের উল্লাসে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভুর নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, কাহার কাহার অশ্রুপাত এবং সকলের অঙ্গে পুলক হইয়াছিল। হিরণ্যকুঞ্জে শ্রীযুত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয়ের উদ্যানে নামগান হওয়াতে তিনি যথেষ্ট অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

গোদ্রুম-মহান্ত শ্রীযুত নীলমাধব চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের যত্নে উচ্চ সংকীর্ত্তন-সহ পার নবদ্বীপ ভ্রমণ এবং প্রৌঢ়া মায়া প্রভৃতি নানা দেবালয়ে শুদ্ধনাম গান এবং শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অঙ্গনে তাঁহার নাম সুললিত-স্বরে কীর্ত্তন হইয়াছিল। তৎকালে আবাল-বৃদ্ধ-বালক সকলেই স্থির চিত্তে শ্রবণ করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং পুরাঙ্গনারা অশ্রুপূর্ণ-লোচনে গায়কদিগের উপর পুষ্পের ন্যায় বাতাসা বর্ষণ করিয়াছিলেন। তথায় অনেক বিজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। প্রভুর এরূপ হৃদয়রঞ্জক নাম পূর্ব্বে শ্রুতিগোচর হয় নাই।

সেনাপতি ও উহল পদাতিক

শ্রীশ্রীগোদ্রুম-কল্পাটবীর দ্বিতীয় দ্রুমে যে বিংশতি প্রকার কর্ম্মচারীর উল্লেখ আছে, তদ্ব্যতীত আর কয়েক প্রকার কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতেছেন। নামের হাট যত বল প্রকাশ করিতেছেন, হাটের প্রতিপক্ষ পাষণ্ড কলি ততই প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রকাশ করিতেছে। সসৈন্য পাষণ্ড কলিকে দমন করিবার জন্য

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু অপ্রাকৃত প্রেমপূর্ণ ভগবন্নাম প্রচার-কার্য্যের সংরক্ষনার্থে একদল নূতন সেনা সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রধান সেনাপতি, প্রদেশস্থ সেনাপতি, চক্রস্থ সেনাপতি ও টহলদার, পদাতিক প্রভৃতি অনেক প্রকার কর্ম্মচারিগণ উক্ত সেনার অঙ্গবিশেষ। টহলদার পদাতিকগণ প্রতি গ্রামে কার্য্য করিবেন। চক্রস্থ সেনাপতি, প্রদেশস্থ সেনাপতি ও প্রধান সেনাপতি মহোদয়গণ আবশ্যকমত শাস্ত্র ও শাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বারা পাষণ্ড মত নিরসন-পূর্ব্বক ভগন্নাম-মাহাত্ম্য স্থাপন করিবেন।

টহলদার মহোদয়দিগের নিয়মাবলী

১। সাধুসম্মত বেশে ভক্তিভাবে করতালধ্বনি করিতে করিতে টহলদার পদাতিক মহাশয় তাঁহার অবকাশ-ক্রমে প্রতিদিন অন্যূন পাঁচটী গৃহস্থের বাটীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা প্রচার করিবেন। ২। আজ্ঞা প্রচার করিতে যতক্ষণ লাগে, তাঁহার অধিক্ষণ সেই গৃহস্থের বাটীতে থাকিবেন না। ৩। দৈন্যসূচক সুরে আজ্ঞা গান করিবেন। ৪। গৃহস্থের নিকট কোন পার্থিব বস্তু প্রার্থনা বা গ্রহণ করিবেন না। ৫। গৃহস্থ যদি কোন প্রকার রূঢ় ব্যবহার করেন, পদাতিক মহাশয় তাঁহাকে সুমিষ্ট বাক্যের সহিত সন্তুষ্ট করিতে যত্ন করিবেন। কখন কোন প্রকার ক্রোধ বা ঘৃণা মনেও আনিবেন না। ৬। যদি কোন ব্যক্তি টহলদার মহাশয়ের সহিত কিছু বিতর্ক করিতে চাহেন, তবে তিনি স্বয়ং কোন বিষয় বিতর্ক না করিয়া নিকটস্থ সেনাপতি মহাশয়কে জানাইবেন। ৭। টহলদার মহাশয়ের সঙ্গে শ্রীশ্রীনামহট্টের একটী ছোট নিশান থাকিবে। ৮। যাঁহারা ভিক্ষা ও মন্ত্রোপজীবী, তাঁহারা টহলদার পদাতিক হইতে পারিবেন না। ৯। নামহট্টের কার্য্য করিয়া কেহ কোন পার্থিব সাহায্যের আশা করিবেন না। যে সদুপায়ে তিনি নিজের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, সেই উপায়লব্ধ অর্থের দ্বারায় নিশান ও করতাল পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে হইবে। এরূপ হইলে নিঃস্বার্থ কার্য্যের দ্বারায় তিনি মূল মহাজন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে পরিতুষ্ট করিবেন।

সেনাপতি মহোদয়দিগের নিয়মাবলী

১। সেনাপতিগণ শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব সংস্থাপন করিবার জন্য বেদ ও তদনুগত স্মৃতি ও মীমাংসা-শাস্ত্রের সহায়তা গ্রহণ করিবেন।

২। তাঁহারা গ্রামে গ্রামে টহলদার পদাতিক নিযুক্ত করাইয়া তাঁহাদিগকে কার্য্য-প্রণালী শিক্ষা দিবেন এবং আবশ্যক হইলে ভক্তিপূর্ণ শিক্ষা দ্বারা তাঁহাদের পৃষ্ঠ-পোষণ করিবেন।